সংবাদ

16 MAR 2017

কোচিংয়ের আড়ালে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হোক

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

পাবলিক পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা বন্ধ হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাইমারি স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের যে কোন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আজ প্রমাণিত। কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার এন্তার অভিযোগ রয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে কিছু কোচিং সেন্টার ও অসাধু শিক্ষকের সম্পৃক্ততাও মিডিয়ায় গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগেই শিক্ষার্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র, কখনো সম্পূর্ণ কখনো বা আংশিক। আগে হাতে-লেখা বা ছাপানো অবস্থায় এসব প্রশ্নপত্র চড়ামূল্যে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি হতো। এখন তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নপত্র বিপণন সহজ হয়ে গেছে। মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র অতি সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছে। বিনিময়ে হাতিয়ে নেয়া হয় বিপুল পরিমান অর্থ। কখনো ভুয়া প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দিয়ে প্রতারিত করা হয় শিক্ষার্থীদের। অর্থবিত্তশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা এসব প্রশ্নের উত্তর রাত জেগে আউড়িয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে উগরে দেয়। ফলাফলও ভালো করে। আজকাল উত্তরপত্রের মান বিচারে শিক্ষকের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে, জিপিএ-৫ পাইয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলছে বলেও শোনা যাচ্ছে। আর সত্যিকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা সাধারণত প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফাঁদে পা দেন না। তারা আশানুরূপ ফলাফলও করতে পারছে না। বিত্তহীন শিক্ষার্থীরদের এসব ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র কিনে নেয়ার সামর্থ্য না থাকায় তারাও পরীক্ষার ফলাফলে পিছিয়ে পড়ে। কাজেই পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের ব্যাপারটি হচ্ছে উপেক্ষিত।

উদ্বেগজনক খবর হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন শিক্ষকরাও। যারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন, উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের সৎ মানসিকতার ভিত রচনা করবেন তারা এ প্রক্রিয়ায় না গিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষবিমুখ করে নিজস্ব কোচিং সেন্টারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। এমনকি প্রশ্নের সঠিক উত্তরও বলে দিচ্ছেন। শুধু অর্থ উপার্জনের লালসায় নিজ কোচিং সেন্টারের 'সুনাম' বাড়াতে পরীক্ষার দেড়-দুই ঘন্টা আগে শিক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্নপত্র তুলে দেয়ার মতো অমানবিক কাজটি করতে এক শ্রেণীর শিক্ষক দ্বিধাহীন। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের বদৌলতে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সেইসব প্রশ্নপত্রের সমাধানও তাদের নিজস্ব লিংক, ভুয়া ফেসবুক আইডি ও মেসেজের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যারা তাদের ওই লিংকে থাকেন, তারা বিকাশে এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেখানে আগে থেকেই যুক্ত হন। এসব অমানবিক কাজের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ভয় নেই, লোকলজ্জার বালাই নেই। মানবিক মূল্যবোধের লেশমাত্র নেই। গত এসএসসির গণিত পরীক্ষার একদিন আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। চলতি বছরের এসএসসিতে বিভিন্ন পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যা পরদিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এমনকি গ্রেফতারকৃত চক্রের হাতে পাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের মিল খুঁজে পাওয়া পায়। তখন প্রশ্নপত্র কীভাবে ফাঁস হয়েছে এর জবাব খুঁজতে গিয়ে কোন সদুত্তর না পাওয়া গেলেও প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তিনটি মাধ্যমের যে কোনও একটি মাধ্যম দায়ী থাকতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে করেন। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নপত্র মুদ্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজি প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সর্বশেষ প্রশ্নপত্র বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রে পাঠানোর সময় কোনও অসাধু চক্র। ১ মার্চ এসএসসির ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেফতারের পর এ ধরনের নানা তথ্য সংবাদ মিডিয়ায় চলে আসে। এর আগেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত চক্রের একজনকে বিজি প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। শত চেষ্টা করেও যেন এ অশুভ প্রক্রিয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না। এর পেছনে যে এক বিশাল সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ।

দেশে বর্তমানে প্রায় পৌনে ২ লাখ কোচিং-সেন্টার রয়েছে। অনেক শিক্ষক বাসায় নিয়মিত ব্যাচ করে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান। কোচিং বাণিজ্য থেকে অবৈধভাবে বছরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা আয় হয় বলে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। কোচিং সেন্টারে লেখাপড়ার মতো যন্ত্র-নির্ভর ব্যবস্থায় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা, জিপিএ-৫ পাওয়া সহজ হয়ে গেছে। কোচিং সেন্টার-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত গাঁয়ের কোন স্কুলের কৃষক-শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে খুব একটা ভালো ফলাফল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কোচিং সেন্টার-নির্ভর শহরকেন্দ্রিক লেখাপড়া ধীরে ধীরে বিত্তশীলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তাই রাজধানীর স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মফঃস্বল শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ইতোপূর্বে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত ৫ সদস্যের কমিটি প্রণীত খসড়া সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য নীতিমালা জারি করা হয়। নীতিমালা ভঙ্গের অপরাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ এমনকি শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির মতো কঠোর শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় এলাকা, জেলা এবং উপজেলায় পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ সবের কোন প্রতিফলন কোন পর্যায়েই দেখা যায়নি, বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য। হয়নি শিক্ষার মানোন্নয়ন। দেশে এতো জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মাত্র অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ দেয়।

দেশের শিক্ষা মানোন্নয়নে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে হবে। ভেঙে দিতে হবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সকল সিন্ডিকেট। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার বিকল্প নেই। কোচিং বাণিজ্য নামক মহামারীকে সমূলে বিনাশ ভিন্ন দেশে সুষ্ঠ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে না। পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হতে হবে। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে কোচিং-বাণিজ্যের মানসিকতা। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোচিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকদের কৌশলী হতে হবে। সারাদেশের শিক্ষার মানের সমতা বজায় রাখতে মফঃস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা ও তাদের পাঠগ্রহণের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়ের বিন্যাস করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরকে নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি মা-বাবা, অভিভাবকের হতে হবে যত্নশীল। সন্তান সুশিক্ষায় গড়ে না উঠলে জীবনের সব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশার প্রতি সর্বস্তরের শিক্ষকদের হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নির্লোভ, যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠ পাঠদান নিশ্চিত করতে পারলে কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ হবে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা দূর হবে। উন্নত হবে শিক্ষার সার্বিক মান। শিক্ষকতা পেশা কখনও বাণিজ্য হতে পারে না এমন মানসিকতা নিয়ে মেধাবী, সৎ, নিবেদিতপ্রাণ উদ্যমীদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারাই বদলে যাবে।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও গল্পকার]